দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতি করুণা বিকাশ করিয়া থাকেন। অতএব সাধুসম্বন্ধই সেইস্থানে মূলহেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য 'অভ্যুপগম' সিদ্ধান্তের হানি হয় না। অস্বীকৃত বিষয় স্বীকার করিয়া যে নিজপক্ষ পোষণ করা হয়, তাহাকে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত জন্মে। এইক্ষণ মুখ্য বশীকরণটি যাঁহাদের সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও সাধনের সম্ভাবনা করা যায় না, সেই শ্রীগোপী প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ তাহাদের যে সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও সাধন ছিল না এবং একমাত্র সেই সাধুসঙ্গ প্রভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইতেছেন—কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ২৪১ ॥

ভাবেন প্রকরণপ্রাপ্তমৎসঙ্গমাত্রজন্মনা প্রীত্যা। ভাবোঽত্র বশীকারমুখ্যত্বে চিহ্নম্। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ং সৎপতিং যথেত্যাদেঃ। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ইত্যাদেশ্চ। গাবোঽপি গোপীবদাগন্তুক্য এব জ্ঞেয়াঃ। নগা যমলার্জ্জুনাদয়ঃ। মৃগা অপি পূর্ব্ববৎ। নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ। যমলার্জ্জুনকালিয়য়োঃ প্রাপ্তিস্তদানীন্তন-তৎক্ষণিকভগবৎপ্রাপ্ত্যা-বস্যন্তাবিনিত্যপ্রাপ্তিমপেক্ষ্যোক্তা। সিদ্ধাঃ পূর্ব্ববৎ দ্বিবিধাৎ সৎসঙ্গাৎ। স তু তেষাং ভাবো যোগাদিভিরপ্রাপ্য এবেতি। যথাবরুন্ধ ইত্যত্র যথা শব্দার্থস্য পরাকাষ্ঠা। তামেব ব্যনক্তি যং ন যোগেন সংখ্যেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥ ২৪২ ॥

যং ভাবম্। অত্রাপি যোগাদয়ো ভগবৎপরা এব, যোগাদিভির্যত্নবানপীত্যনেন তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রযুজ্যমানত্বাবগমাৎ। এদ্বপি শ্রীগোপীনামেব পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তিং দর্শয়িতুম্ অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শুরুতা যদুনন্দনেত্যেতৎ পূর্ব্বোক্তপরমগুহ্যত্বস্য পরমকাষ্ঠাং দর্শয়িতুং রামেণ সার্দ্ধমিত্যাদিপ্রকরণমনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ২৩৮—২৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—ব্রজে শ্রীগোপীগণ, ধেনুগণ, বৃক্ষগণ, মৃগগণ, অন্য মূর্খবুদ্ধি সর্পগণ, একমাত্র আমার সঙ্গজনিত ভাব অর্থাৎ প্রীতিলক্ষণ ভক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া অতিসুখে আমাকে লাভ করিয়াছে। প্রকরণে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে, যেহেতু—"মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ" অর্থাৎ আমার সঙ্গপ্রভাবেই আমাকে লাভ করিয়াছিল"—এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া ভাবোৎপত্তির প্রতি অন্য কোনও সাধনকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এস্থানে ভাবই শ্রীকৃষ্ণবশীকরণবিষয়ে মুখ্য হেতু। যেহেতু নবম স্কন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীদুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন—"বশে-কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎপতিং যথা"। হে মুনিবর-সতী রমণী সৎপতিকে যেমন বশীভূত করে, তেমনই সাধু ভক্তগণ ভক্তি দ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উল্লেখ আছে—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"; হে উদ্ধব!